দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 07 MAY 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৭ ...

কুদরত-ই-খুদা শিক্ষানীতি ইসলাম বিরোধী হওয়ায় বঙ্গবন্ধু তা গ্রহণ করেননি

–বিভিন্ন সংগঠন

স্টাফ রিপোর্টার ঃ মাদ্রাসা শিক্ষাকে উপেক্ষা করে কোন শিক্ষানীতি জাতির জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে না। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের লক্ষ্যে একমুখী শিক্ষানীতি চাপিয়ে দেয়া হলে জনগণ তা' মেনে নেবে না। কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা নীতি পরিকল্পিতভাবে জনগণের সাথে প্রতারণামূলক একটি ইসলাম তথা ধর্মবিরোধী শিক্ষানীতি। এ কারণেই স্বাধীনতার স্থপতি মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান কুদরত-ই-খুদা শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। তাই জাতির সর্বনাশ করার অপচেষ্টা থেকে সরকারের বিরত থাকা উচিত। ধর্মবিরোধী একমুখী শিক্ষানীতি প্রণয়নের ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে বিভিন্ন সংগঠনের পৃথক পৃথক বিবৃতি ও সভায় নেতৃবৃন্দ এসব কথা বলেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষার ধারাবাহিকতা ঠিক রেখে অন্য সকল স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থাকে একমুখী করলে সমস্যা হবে না। তবে সেক্ষেত্রেও ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্বকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

মুসলিম লীগ

বাংলাদেশ মুসলিম লীগের মহাসচিব আলহাজ্ব কাজী আবুল খায়ের এক বিবৃতিতে বলেছেন, মাদ্রাসা শিক্ষাকে উপেক্ষা করে কোন শিক্ষানীতি জাতির জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে না। তিনি বলেন, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সভাপতি ড. কবির চৌধুরী ও শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের ঘোষণার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট বোঝা যায় তারা মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করছে। কেননা ১ম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত অভিন্ন পাঠ্যক্রম চালু করলে দ্বীনি শিক্ষার বাহন মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস হবে।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর সভাপতিত্বে গতকাল অনুষ্ঠিত নির্বাহী পরিষদ বৈঠকে অত্যন্ত উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়, জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত, জনগণের চিন্তা-চেতনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা বিরোধী কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট পঁয়ত্রিশ (৩৫) বছর পর বাস্তবায়নের জন্য মহাজোট সরকারের শিক্ষামন্ত্রণালয় মরিয়া হয়ে উঠেছে। তদুপরি উক্ত রিপোর্ট বাস্তবায়ন করার জন্য এমন এক বিতর্কিত ব্যক্তিকে কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে যিনি বাংলাদেশের জনগণের শতকরা ৯০ ভাগ মানুষের ধর্মীয় চেতনা তথা ইসলামের প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ পোষণ করেন না। বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর লেখনী, বক্তৃতা-বিবৃতি থেকে এটা অত্যন্ত পরিষ্কার তিনি শিক্ষাব্যবস্থা রচনা বা বাস্তবায়নের দায়িত্ব পেলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় বর্তমানে যতটুকু ইসলামী তথা ধর্মীয় মূল্যবোধ আছে, তাও তিনি সুকৌশলে বিদায় করে ছাড়বেন বলে জামায়াতে ইসলামীর নির্বাহী পরিষদ আশংকা প্রকাশ করছে। বৈঠকে বলা হয়, সকল শিক্ষাকে একমুখী করার নামে মাদ্রাসা ও আধুনিক শিক্ষাকে সমন্বয় করার মাধ্যমে সকল ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত কোন ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে না। সরকারের এহেন ইসলাম তথা ধর্মবিরোধী পদক্ষেপ থেকে বিরত না হলে বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ জনগণ যে কোন মূল্যে সরকারের ষড়যন্ত্র বানচাল করে দিবে– ইনশাআল্লাহ।

ইসলামী ছাত্র শিবির

ইসলামী ছাত্র শিবিরের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল কামারুজ্জামান বলেছেন, ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনকে এদেশের মানুষের উপর চাপিয়ে দিতে চায়। মূলত তারা ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ধর্ম নষ্ট করতেই এ অপতৎপরতা চালাচ্ছে। কিন্তু এদেশের মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে এ অপতৎপরতা প্রতিরোধ করবে।